

বিবিধ—কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক :
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

Published by

porua.org

ভূমিকা

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিঠিপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহুবিধ সঙ্কল্প, পরিণামে সেগুলির বিফলতা এবং তাঁহার বিবিধ অসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাহার ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ও নীতিগর্ভ কবিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ খণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরাক্ট সম্ভাবনার ও বিপুল নৈরাশ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যখণ্ডগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত হইয়াছে। সাময়িক-পত্রে সবগুলি বাহির হয় নাই। ‘জীবন-চরিতে’ ও ‘মধুস্মৃতি’তে অধিকাংশই স্থান পাইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুসূদনের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র ১ম সংস্করণের (১৮৬৬) পরিশিষ্টে “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্ব কবিতা আছে; নগেন্দ্রনাথ সোম সেটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব, কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার নির্দেশ দিলাম। “যো” বলিতে [যোগীন্দ্রনাথ বসু](#)-প্রণীত ‘জীবন-চরিত’ চতুর্থ সংস্করণ এবং “ন” বলিতে নগেন্দ্রনাথ সোম-প্রণীত ‘মধু-স্মৃতি’ বুঝিতে হইবে।

সন্দেহস্থলে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোনও কবিতার স্থানে স্থানে অর্থনির্ণয় কষ্টসাধ্য; অনেক স্থলে স্পষ্ট মুদ্রাকর ও অন্যান্য প্রমাদ আছে। পরিশিষ্টে “দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা”য় সেগুলি প্রদর্শিত হইল। “বর্ষাকাল” ও “হিমঝতু” কবির বাল্যরচনা।

সূচীপত্র

<u>বর্ষাকাল</u>	...	৩
<u>হিমঝতু</u>	...	৩
<u>রিজিয়া</u>	...	৪
<u>কবি-মাতৃভাষা</u>	...	৬
<u>আত্ম-বিলাপ</u>	...	৬
<u>বঙ্গভূমির প্রতি</u>	...	৯
<u>ভারতবৃত্তঃ</u> দ্রৌপদীস্বয়ম্বর	...	১০-১১
মৎস্যগন্ধা	...	১২
<u>সুভদ্রা-হরণ</u>	...	১৩
নীতিগর্ভ কাব্যঃ		
<u>ময়ুর ও গৌরী</u>	...	১৫
<u>কাক ও শূগালী</u>	...	১৭
<u>রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা</u>	...	১৮
<u>অশ্ব ও করঙ্গ</u>	...	২১
<u>দেবদৃষ্টি</u>	...	২৪
<u>গদা ও সদা</u>	...	২৬
<u>কঙ্কট ও মণি</u>	...	২৯
<u>সূর্য ও মৈনাক-গিরি</u>	...	৩০
<u>মেঘ ও চাতক</u>	...	৩২
<u>পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু</u>	...	৩৫
<u>সিংহ ও মশক</u>	...	৩৬
<u>ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে</u>	...	৩৮
<u>পুরুলিয়া</u>	...	৩৮
<u>পরেশনাথ গিরি</u>	...	৩৯
<u>কবির ধর্মপত্র</u>	...	৪০
<u>পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী</u>	...	৪১
<u>পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত</u>	...	৪২
<u>সমাধি-লিপি</u>	...	৪২
<u>পাণ্ডববিজয়</u>	...	৪৩
<u>দর্যোদ্ধানের মৃত্যু</u>	...	৪৪
<u>সিংহল-বিজয়</u>	...	৪৬
<u>হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি</u>	...	৪৭
<u>দেবদানবীয়ম</u>	...	৪৮
<u>জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে</u>	...	৪৮
<u>পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর</u>	...	৪৯

দূকহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

পংক্তি

<u>বর্ষাকাল:</u>	৩	<u>রমণ</u> —পুরুষ।
	৪	<u>দানবাদি দেব</u> ,—দানবাদি, দেব, সঙ্গত।
<u>হিমঝত:</u>	১	<u>হিমন্তের</u> —হেমন্তের (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
<u>রিজিয়া:</u>	৬	<u>দংশে</u> —দংশ সঙ্গত।
	২৩	<u>সিঙ্কুদেশে</u> —সমুদ্রে।
<u>কবি-মাতৃভাষা:</u>		মধুসূদন-বিবচিত প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা। ইহারই সংশোধিত রূপ “বঙ্গ-ভাষা” (‘ <u>চতুর্দশপদী কবিতাবলী</u> ’, ৩ নং কবিতা)।
<u>আত্ম-বিলাপ:</u>	১২	<u>অশ্বমুখে সদ্যঃপাতি</u> —জলের তোড়ে সদ্য সদ্য বিনাশশীল।
	১৯	<u>সাদে</u> —সাধে।
<u>বঙ্গভূমির প্রতি:</u>	২৫	<u>তামরস</u> —পদ্ম।
<u>দ্রৌপদীস্বয়ম্বর:</u>	১৭	<u>বিকচিত</u> —বিকচ (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৮	<u>দ্বিতীয়</u> —রামায়ণকার বাণ্মীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুসূদন ‘দ্বিতীয় কমল’ বলিয়াছেন।
<u>সুভদ্রা-হরণ:</u>	৩-১৫	দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের প্রায় পুনরুক্তি।
	২০	<u>শ্রীরবদা</u> —লক্ষ্মী।
<u>ময়ুর ও গৌরী:</u>	৩০	<u>কেশে</u> —মস্তকে।
<u>কাক ও শূগালী:</u>	২৩	<u>বাস-বসে</u> —বাস রসে হইবে।
<u>অশ্ব ও কুরঙ্গ:</u>	১০	<u>বাগানে</u> —মুদ্রাকর-প্রমাদ; বাথানে হইবে।

	৩৬	মৃগয়ী —ব্যাধ।
	৫৪	সাদী —অশ্বারোহী।
গদা ও সদা:	১৭	সিদ্ধ অনসিদ্ধ —সুন্দ উপসুন্দ হইবে।
	৭১	লভিল —লভিলা হইবে।
ঢাকাবাসীদিগের		
অভিনন্দনের	১০	কারো —মুদ্রাকর-প্রমাদ; কারে হইবে।
উত্তরে:		
পুৰুলিয়া:	৫	সরস —সরোবরে।
	১৪	সত্যতা —সভ্যতা হইবে।
কবির ধর্মপত্র:	১১	তোলি —তুলিয়া।
পঞ্চকোট গিরি:	১০	তোমায় —তোমারে হইবে।
পঞ্চকোটস্য		চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তি যথাক্রমে পঞ্চম ও
রাজশ্রী:		চতুর্থ পংক্তি হইবে।
দুর্যোধনের মৃত্যু:	২৫	সর্বভুক —সর্বভুক হইবে।
	৪৬-৪৭	নিম্নলিখিত রূপ হইবে—
		যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
জীবিতাবস্থায়...:	৪	ওমর —হোমার।

বর্ষাকাল

গভীর গর্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিম্মতু

হিম্মতের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাওনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে অঁার।
ফুরায়েছে সব অঁাশা মদন রাজার
অঁাসিবে বসন্ত অঁাশা—এই অঁাশা সার।
অঁাশায় অঁাপ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
অঁাশাতে আশার বস অঁাশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি অঁাশাতরু অঁাশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, অঁাশার অঁাশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তাৰে কেমন মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর অঃামি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহূর্মুহু দংশে আজি জর্জরিত হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে অঃাদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে অঃামারে?
হায় লো সে প্রেমাকুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম-মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্‌ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মারিব,
এ মনান্ধি নিবাইব ঢালি লহ-শ্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃগাল, যদ্যপি
হবে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াসূন্য রথে চড়ি কোন্‌ বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে

না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকুল সাগরে, হয় হিয়া জ্বলাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকূলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীরপরাক্রমে!
ভেবেছিঁনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি!
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে অঃ্যামি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ঈষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—“হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?”

আত্ম-বিলাপ

আশার ছলনে ডুলি কি ফল লভিনু, হয়,
 তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
 ফিরাব কেমনে
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
 জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
 কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে?
কে না জানে অশ্রুবিশ্ব অশ্রুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-মুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
 জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাডায় মাত্র আঁধার
 পথিকে ধাঁদিত্তে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্বেশে —
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে;
 কি ফল লভিলি?
জুলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে

উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হয়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অবেশে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হয়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎস্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীরে,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিদ্ধ জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হয় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

“My native Land, Good night!”—[Byron](#).
রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হয় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হুদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন —
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

ভারত-বৃত্তান্ত দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES,

9th September, 1863.

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লড়িলা
পরাজবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাণ্দেরি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভার নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তরে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাজ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম অঃামি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পুজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুস্মৃতি

পুরোচন; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লডিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণ মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কৰ্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাপ্‌দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাশ্রুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিধিলা লক্ষ্যে পার্থ, আকাশে অঙ্গরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।

লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ডুবনে অতুল।

চেন কি উহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান জানো কি লো সতি?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যাচ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভাস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহি হইল উদয়।

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে। কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে।
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?

না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাস্বর ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীকে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বর্ণে লভিলা
(পর্যভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্‌দেবি, দাসেবে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্য, তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কড়ু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবন্ধ পিঁজিরায়, কড়ু কড়ু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!

ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীবে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দ্রিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে!—
এ মঙ্গলবার্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুঘিলা। জুলিল পুনঃ পূর্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে! “হা ধিক্!”—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—“ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীবে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কাঙ্ক্ষি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুণ্ঠী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।

অৰ্জুন-জাৰজ তৰ—নাহি কি শকতি
আমাৰ—ইন্দ্ৰাণী আমি—মাৰি সে অৰ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিধি, লক্ষ্য রাজে বিমুখি সমরে
পাঞ্চালীৰে মন্দমতি লডিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তৰ!—কি ভাগ্য? কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তৰ আপনি গোপনে
দেবেদ্র? হে ধৰ্ম, তুমি পার কি সহিতে

এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
উপপত্তী কুন্তীর জাৰজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন? কাৰে কব এ দুখের কথা—
কাৰ বা শরণ, হয়, লব এ বিপদে?”
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা! দুকূল সাড়ী তিঁতি গলগলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে!
“যাইব কলির কাছে” আবার ভাবিলা
মানিনী—“কুটিল কলি খ্যাত দ্ৰিডুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তৰ কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
যায় যদি মান, যাক্। আর কি তা আছে?”

ইত্যাদি।

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে;—
“অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি!
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু;—মরি, মা, শরমে!
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে!
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে;
নীরবে থাকি, মা, আমি; রাগে হিয়া জ্বলে
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিস্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।”
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে;—
“পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কাণ্ডি ভাবি দেখ মনে!
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে!
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে!
সদা জ্বলে তব গলে

স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জনে,
হরষে স্ব-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চুড়া তুলি;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীবে প্রেম-আলিঙ্গনে!
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে?”—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হুঁষ্ট-মনে;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে;—
“অপরূপ রূপ তব, মরি!
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা?—কহ গুণমণি!

হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি!
পুণ্যবতী গোপ-বধু অতি।
তঁই তীরে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি; কি ছার যুবতী?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি!
কুড়াইয়া কুসুম-রতনে,
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,
দোলাইয়া দিব তব * * * * [২]
দাসীর সাধনে * *
বাজাও মধুর * *
বাস-বসে মাতি * * * *
মজিল * * *
মুখ খুলি * * *
* * * খে মু * * *
* * * গীত আ * * *

1. ↑ আদর্শপত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে।

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;—
“শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে!

মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;
হিমাঙ্গি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে।
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!”

* * * মধুর স্বরে

* * * * রে

* * * * *
* * * * *

* * * প্রভু
* * * দয়ামি * *
* * * যথা * *

যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-অশেষে অশেষে আলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখীর মিলনে?”
“স্বুদ্র-মতি তুমি অতি”
রাগি কহে তরুপতি,
“নাহি কিছু অভিমান? ধিক্ চন্দ্রাননে!”
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি;
মহাঘাতে মড় মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্ববাময় দেশে, বিহারে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাগানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে;—
“হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই
অঃাপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাই॥”

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস?
অঃাহার করণাত্তরে করিল পান নির্ঝরে;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিস্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদীলা;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে; দ্বিগুণ অঃাগুন হৃদে জ্বলে;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রোষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, “ওরে বর্কর!
কে তুই, কত বা বল?
সং পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত॥

কহিল তুরঙ্গ;—“পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
 মোর রাজ্য এবে অধিকারী;
 না চাহিল অনুমতি, কৰ্কশভাষী সে অতি;
 হও হে সহায় মোর, মারি দুই জনে চোর॥’

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, “হা! এ কি বিড়ম্বনা!
 জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
 শার্দূলে, সিংহেরে নাশে, দক্ষে বন বিষম্বাসে;
 একমাত্র কেবল উপায়;—
 মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
 আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্বাণ আসি,
 তা হলে বিজয় লভা যায়॥”

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ডুলিল;
 লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
 লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
 তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
 মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
 চলে সাদী যে দিকে চালায়॥

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন
 দিনান্তে হইলা বন্ধী আঁধার-শালায়।
 পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুশ্মতি,
 এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী;
 ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে বিমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্জায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্মের উন্নতি কোন্ স্থলে;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে, গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা?
উত্তরিল মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুক্ত, মরকতে।
সন্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধরে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি!
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী আমনি ইন্দ্রে সুধিলা,—
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সাথে বিবরণ

হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?
চিহ্নরথ হাত জোড় করি,
কহে, শুন, ত্রিদিব-ঈশ্বরী!
‘বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।’
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দূল তাহে গর্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তঙ্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে;
পথিকের অর্থ অপতরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আস্থানি
কর কিবা পশি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সিঁঝু অনুসিঁঝু যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্মসাক্ষী করি,
কিবা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র অলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায়;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি

পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি আতি শুভক্ষণে
আমরা দুজনে।
‘দুজনে?’ কহিল সদা রাগে,
‘লোভ কি করিস্ তুই এ অথের ভাগে?’
মোর পূর্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক’ তা মোরে
এ কি বাললীলা?
রবির করে রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের অশোভা তার বাড়ায় যতনে;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সং যে তাহার শোভা ধনে,
অসং নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,
বামন কি কড়ু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা শ্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লডিল,

মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী অঃামি, তুমি সংজন,
ধর্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র অঃামি ওর, ধর্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পায়ী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
অঃালোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কড়ু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুঙ্কট ও মণি

খুটিতে খুটিতে ক্ষুদ কুঙ্কট পাইল
একটি রতন;
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল;
“ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?”

বণিক কহিল,—“ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই।”
হাসিল কুঙ্কট শূনি;—“তগুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি;—কি আছে তুলনা?”
“নহে দোষ তোরা, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই!”—
এই কয়ে বণিক ফিরিল।

মূর্থ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে।

সূর্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব শ্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্বত্র ভাঙ্গিল;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে;—
“দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।”
কহিলা হাসিয়া ভানু;—“তুমি শিষ্টমতি;
দৈববলে বলী অঃামি, দৈববলে গতি।”

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ।
তাপিল উত্তাপে মহী; পবন বহিলা
অঃাণ্ডনের শ্বাস-রূপে; সব শুকাইলা
শুকাল কাননে ফুল;
প্রাণিকুল ভয়াকুল;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল;
কমলিনী কেবল হাসিল!

হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি; সহসা
আসি উতরিল;—
হিরন্ময় রাজ্যাসন ত্যজিতে হইল।

অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে;—
“পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্বাসন লাগি;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে;—
অঃাবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।”

হাসি উতরিল শৈল;—“হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ!
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে; হাস যদি, হাসে;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় পড়ে, দেখি যেন ফণী।”

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে;—
ভানু পলাইল ত্রাসে;
তা দেখি তড়িৎ হাসে;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।

আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
“তুষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি!
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।”
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে;—
কেহ আসে, কেহ যায়;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায়;
দ্রষ্ট লোভে সবে;—
সেইরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল;—
“তুষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি!
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।”

রোষে উত্তরিলা ঘনবর;—
“অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর!
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
অনিয়াছি বারি;—
ধরার এ ধার ধারি।

এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে

শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।

নিজে তিনি হীন-গতি;
জল গিয়া অনিবারে নাহিক শক্তি;
তঁই তার হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারো?
তোমাদের দিলে জল,
কড়ু কি ফলিবে ফল?
পাখা দিয়াছেন বিধি;
যাও, যথা জলনিধি;
যাও, যথা জলাশয়;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুক্তি।”

চাতকের কোলাহল আতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
“অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।”—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।

যা চাহ, লভ তা সদা নিজ-পরিশ্রমে:
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-শ্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা।;—“মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।”
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।

শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানায়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে অঃার মন্ত্রী সহাসে কহিল;—
“তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে;
কিন্তু কহ দেখি, শূনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল?”

চতুর যে সর্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিধিল।
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা;—“কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই?—
সম্মুখ-সমর কর; তাই অঃামি চাই।
দেখিব বীরস্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয়-ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।”
কহে মশা —“ভীক, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে;
ধিক্, দুষ্টমতি!
মারি তোরে বন-জীবে দিব, বে, কু-মতি
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে;
ভীম দুৰ্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হৃদ হৈপায়নে,
তীরস্ব সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল!

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য অঃাঘাতে যথা রণে;

কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জর-জরির শ্রী রামের কটক লঙ্কায়।

কড়ু নাকে, কড়ু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহূর্মুহু নাদ করি,
হইলা অধীর।

হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যাবে,
বহুবধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী॥
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহং যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিল অর্ণবে?
দৈপায়ন হৃদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি।

পুরুলিয়া^[১]

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ডকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ব ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া আনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে।
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সত্যতা-শ্রোতে নিত্য তব তরি।

1. [↑] পুরুলিয়ার খরীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত

পৰেশনাথ গিৰি

হেৰি দূৰে উদ্ধশিৰঃ তোমাৰ গগনে,
অচল, চিত্ৰিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধৰেছ ও পাষণ-মূৰতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কাৰ বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন ৰাজবীৰ তপোব্ৰতে স্বতী—
খচিত শিলাৰ বস্ম কুসুম-ৰতনে
তোমাৰ? যে হৰ-শিৰে শশিকলা হাসে,
সে হৰ কিৰীটৰাপে তব পুণ্য শিৰে,
চিৰবাসী, যেন বাঁধা চিৰপ্ৰেমপাশে!
হেৰিলে তোমায় মনে পড়ে ফান্তনিৰে
সেবিল বীৰেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দৰকীল নীলচুড়ে দেব ধূৰ্জ্জটিৰে।

কবির ধর্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নিখিঁলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, অঙ্গে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমন্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম-বর্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী

হেরিনু রমারে অঃ্যামি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
তুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অস্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ডুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
“বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তুই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেৰূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;-পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।”

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেঁবেছিনু, গিরিকবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!

হাটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-অঃাসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!

যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলে,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে অঃাসন

হেঁ সখে! পাষণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিকবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,

ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
অঃাবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীৰ কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীৰ পদে মহান্দিবাত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্ৰীমধুসূদন!

যশোৰে সাগৰ দাড়ী কবতক্ষ-তীৰে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
ৰাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্মরাজ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ অঃাসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(অঃাকাস-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জ, কুঞ্জান্তরে
সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল বোধে অবিরল গতি;—
দাসের রসনা অঃাসি রস নানা রসে,
কডু বৌদ্রে, কডু বীরে, কডু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

দুর্যোধনের মৃত্যু

“দেখ, দেব, দেখ চেয়ে”, কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্য,—“আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি!
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে, যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীৰ অশ্রুজল, কালগ্রাসে যাবে
সে শিশু।” লাইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে!

মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি;—
“কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি অঃাসন সাজে
অগ্নিমে? উঠাও বস্তু, বসি হে ভূতলে।
কি শয্যায় সুপ্ত অঃাজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? অঃার রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্যোধন অঃাজি?
যথা বনমাঝে বহি জুলি নিশাযোগে
অঃাকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভূক—রাজদলে অঃাহ্বানি এ রণে—

বিনাশি আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কস্মক্ষেত্র নিজ কস্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি।
ভস্মমাত্র! এ যতন বৃথা কেন তব?”

সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্মা রথী
বিষাদে নীরব দোহে;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরোপ ঘোমটায় বদন অঃাবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি;—

বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ষা পানে
রাজেন্দ্র; “এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচুড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে অঃাছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে, যে কালে
অঃাক্রমেন যমরাজ; সমপাড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,— রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূর্তি।
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
অঃামি!—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে।
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা; সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতন!
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত!

অঃার যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি অঃাশ্চর্য্য! দেখ—
রক্ত বরণে দেখ, সহসা অঃাকাশে
উদিচ্ছেন এ পৌরব বংশ-অঃাদি যিনি,
নিশানাথ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?”
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরাখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য;—“হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ অঃাকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভূক্ৰূপে।
রিপুকুল-চিতা, দেব, জুলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ অঃার তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি;
পুড়িছে অর্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অগ্নিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
অঃার অঃার বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদণ্ড বনে
অঃাশে পাশে তরু যথা;—দেখ মহামতি।

সিংহল-বিজয়

স্বৰ্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শূনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিম্বা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে!
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি ফুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জুলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তার; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্নে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বৰ্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘঘরি। হেঁষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যনন্দে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিঁনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে বোঝানি,—লোকে যাহা বলে,
হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—

ভেবেছিঁনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিঁনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরুপায় কবিগুরু ভিখারী অঃাছিল
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, “অঃামার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিল ওমর সুমতি।”
আমাদের বাঙ্গালীকির এ দশা; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পণ্ডিতবর শ্ৰীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার শ্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবাবে?
বঙ্গের সুচুড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এহেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কঁদে বারম্বার।

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুশকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্য বল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যার স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়োগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।